রবীন্দ্র জার্নাল

বর্ষা সংখ্যা



Rabindra Journal
ISSN 2277-3754
Vol. 22, No. 01, JULY 2014

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, পতিসর, নওগাঁ
World Poet Rabindranath Institute of Agricultural Technology, Patisar, Naogaon

CamScanner

রবীন্দ্র জার্নাল

ISSN 2477-1714
VOL. 22, NO. 01, JULY 2014

সম্পাদক

মোঃ ইসরাফিল আলম, এম.পি. এম.বি.এ; এল.এল.বি

নির্বাহী সম্পাদক

ড. জি. এম. মনিরুজ্জামান
বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা

যুগ্ম সম্পাদক

ড. মো. শওকত হোসেন
দর্শন বিভাগ, জা. বি. ও চেয়ারম্যান, অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রাকটিক্যাল এথিকস

প্রফেসর ড. মো. ইলিয়াছ হোসেন
অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম
বাংলা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ

ড. সুমন কুমার পান্ডে
উপ-পরিচালক, বিনিয়োগ বোর্ড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. মো. মুশফিকুর রহমান
ডীন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা

ড. হোসেন আল মামুন
ইংরেজি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

প্রকাশক

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, পতিসর, আত্রাই, নওগাঁ।

CamScanner

রবীন্দ্র জার্নাল

ISSN 2477-1714
VOL. 22, NO. 01, JULY 2014

পরিকল্পনা প্রণয়ন
ড. মো. তারিকুল হাসান
প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মো. শহিদুল আলম
প্রফেসর, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. মো. আশরাফুল আলম
রেজিস্ট্রার, রুয়েট

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা তত্ত্বাবধান
প্রফেসর আল ফারুক চৌধুরী
বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

সম্পাদনা সহকারী
মোঃ আনিসুজ্জামান মানিক
মোঃ ইজাহারুল ইসলাম
মোহাম্মদ আবুল কাসেম
মোঃ নূর ইসলাম সবুজ

অক্ষর বিন্যাস ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ আনোয়ার হোসেন (বাবু)
ফেন্ডস্ কম্পিউটার, ১২৫ স্টেডিয়াম মার্কেট, রা. বি.

মুদ্রণঃ বৈশাখী প্রেস, নিউ মার্কেট, রাজশাহী।

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ২৫০ টাকা মাত্র
US $ 12.00

CamScanner

সূচিপত্র

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
কবি কুঞ্জের স্বাতন্ত্র্যচারী যুগল কবি	গোলাম কবির	১১
রবীন্দ্র কাব্যে বর্ষা প্রসঙ্গ	ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম	১৭
জাতিসংঘ : বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ	মোঃ ইসরাফিল আলম এম.পি	৩০
নাগরিকতা, স্বপ্ন ও সংগ্রাম: শামসুর রাহমান	ড. আলী রেজা মুহম্মদ আব্দুল মজিদ	৩৮
দুবলহাটি রাজবাড়ির স্থাপত্যশৈলী	ড. কাজী মো. মোস্তাফিজুর রহমান	৪২
ভাষার নানারূপ : গ্রন্থপর্যালোচনা	প্রফেসর ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া	৬৩
উনিশ শতকে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির রূপায়ণ– একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ	মোঃ মতিউর রহমান	৬৬
মোঙ্গলীয় নৃ-গোষ্ঠী হাজংদের লোকসঙ্গীত	প্রফেসর ড. মাযহারুল ইসলাম তরু	৭৭
নজরুল পত্রাবলিতে সংগীত প্রসঙ্গ	দেবাশীষ বেপারী	৯০
সূফীদর্শনের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও উৎস: একটি পর্যালোচনা	লাভলী আখতার ডলি	১০০
বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পকর্মের সূচনা	মোসা: জান্নাতুল ফেরদৌস	১০৯
নজরুলের গল্প : নিসর্গের বিচিত্রতা	ড. ফজলুল হক তুহিন	১২১
যুদ্ধবিধ্বস্থদের পুর্নগঠনে বঙ্গবন্ধুর কৌশল	শামসুন্নাহার লাভলী	১২৭
ইউরোপীয় সভ্যতায় মধ্যযুগীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাব	মোহাঃ গোলাম মোস্তফা	১৩৮
সঙযাত্রা : লুপ্তপ্রায় লোকনাট্য	শফিউদ্দিন তালুকদার	১৪৬

CamScanner

প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
An Analysis of Food Security at National Level in Bangladesh	Tithy Dev Md. Elias Hossain Md. Khairul Islam	১৬০
Jyoti to Jane: Identity Formation in Bharati Mukherjee's *Jasmine*	Dr. Hossain Al Mamun Mahabuba Begum	১৭৪
Myth as the Eternal Source to Portray Time in Tennyson and Auden's Poetry	Rumpa Sharmin	১৮৮
Climate Change in Bangladesh	Dr. Md. Azam Khan	২০০

CamScanner

রবীন্দ্র জার্নাল
ISSN 2477-1714
VOL. 22, NO. 01, JULY 2014

নজরুল পত্রাবলিতে সংগীত প্রসঙ্গ

দেবাশীষ বেপারী*

সারসংক্ষেপ: মানুষের জীবন সংস্কৃতির একটি উপাদান ও অংশ হচ্ছে স্ব-হস্তে লিখিত পত্র। ভাব বিনিময়ের একটি নিখুত, দীর্ঘস্থায়ী ও পরিপূর্ণ মাধ্যম হলো পত্র। কোন ব্যক্তির অবর্তমানে বা অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্বন্ধে, জীবন ও মননের উপযুক্ত ধারণা নিতে, তাঁরই লেখা চিঠি-পত্রের চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। বুদ্ধিদীপ্ত যে কোন মানুষ প্রয়োজনে কিংবা অপ্রোয়োজনে তার প্রিয়জনের সাথে পত্রালাপ করে থাকেন। সে বিবেচনায় একজন কবি, শিল্পী, সৈনিক, সাংবাদিক এবং সংগীতকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের লিখিত পত্রের সংখ্যাও কম নয়। অদূরদর্শী প্রাপক এবং যথাযথ সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতাসহ বহুবিধ কারণে কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত অনেক চিঠিপত্র এখনও উদ্ধার করা হয়নি বলে অনেকে মনে করেন। যতগুলি পত্র আমাদের সংগ্রহে এসেছে তার প্রতিটি শব্দে, বাক্যে ও মূলভাবে প্রকাশিত হয়েছে নজরুল জীবনের অভাব, দুঃখবোধ, অসহায়তা, প্রেমব্যকুলতা, বিরহচিত্তের নীরব অভিমান, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি। বর্তমান প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত পত্রাবলিসমূহে সংগীতবিষয়ক আলোচনাকেই মূখ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন বয়সে বহুবিধ প্রয়োজনে যে সকল পত্র লিখেছেন বিভিন্ন জনের সঙ্গে। এসব চিঠিগুলোর মধ্যে সংগীত বিষয়ে কবির যে মতামত, ভাবনা কিংবা বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে সেগুলোও তাঁর সংগীতের বাণী ও সুরের মতই একজন সংগীতপ্রেমীর জন্য প্রয়োজনীয়।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত *নজরুল রচনাবলী*'র নবম খণ্ডে পত্রাবলি অংশে কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত (৮৮) অটাশিটি পত্র ছাপা হয়েছে। এছাড়া নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত নজরুলের পত্রাবলী শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত বইয়ের ৪নং পত্রটিতে নজরুল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রেরিত একটি চিঠির জবাবে লিখেছেন-

> চুরুলিয়ার লেটুর দলের গান লিখিয়ে ছোকরা নজরুলকে কে-ইবা এক কানাকড়ি দাম দিয়েছে! স্কুল পালানো ম্যাট্রিক পাশ না করা পল্টন ফেরত বাঙালি ছেলে কী নিয়েই বা সমাজে প্রতিষ্ঠার আশা করবে।[১]

লেটো গানের দলে শুধু গান লিখেই কিংবা গানগেয়ে যার জীবিকা নির্বাহ করতে হয় এবং তা দিয়ে পুরো সংসার চালাতে হয় সেই ছেলেকে কেউ এতটুকু সম্মান দিল না। সৈনিক জীবন হতে ফেরত আসা এবং মেট্রিকুলেশান পাশ না করা সেই নজরুল হয়তো এই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার

* প্রভাষক, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

আশা করতে পারেননি। পবিত্র বাবু'র পত্রের উত্তরে নজরুল ইসলাম তাঁর সদ্যগুরু সংগীত জীবনের হতাশাবৃত্ত ভাবনা জানিয়েছিলেন—

> আমি অনেকবার বলেছি, আজ বলছি– সে ভাগ্যবানকে আমি দেখিনি কিন্তু দেখলে চিনতে পারব। আমার বাণী তাঁরই আগমনী গান। আমি তাঁরই অগ্রপথিক তূর্যবাদক। আমার মনে হয় সেই ভাগ্যবান পুরুষেরই ইঙ্গিতে আমি শুধু গান গেয়ে চলেছি- জাগরণী গান। আঘাত, নিন্দা, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা দশদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে আমার উপর, তবু আমি তাঁর দেওয়া তূর্য বাজিয়ে চলছি।[২]

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ'র একখানি পত্রের উত্তরে লেখা নজরুলের এ পত্রটি। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যায় 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ চিঠিতে কবি তাঁর সৃষ্টিশীল মনোবৃত্তির ও কর্মক্ষমতার অন্তরালে যে প্রাণপুরুষের যে তূর্যবাদকের বাদন ধ্বনিত হচ্ছে তা বোঝাতে চেয়েছেন স্পষ্টভাবে। কবির সব বাণীই আগমনী গানের সংকেত। সেই মহাপুরুষের ইশারায় কবি গান গেয়ে চলেছেন নিরন্তর। শত ঝড়-ঝঞ্ঝায়ও আঘাতে আপমানেও বাজিয়ে চলেছেন বংশীধারীর দেওয়া বাঁশি। পরাধীন ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার সূর্যকে এনেদিতে এবং ভারতে বৃটিশ রাজত্বের চির অবসানকল্পে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জাগরণী গানের মধ্যদিয়ে হয়তো সেই সকল বীর সন্তানকেই আহবান জানিয়েছিলেন। নজরুল সৃষ্ট তুর্য স্বরূপ জাগরণী গান বাঙালির মুক্তির সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে বারবার বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এভাবে—

> আমি যার হাতের বাঁশি, সে যদি আমায় না বাজায় তাতে আমার অভিযোগ করবার কিছুই নেই। কিন্তু আমি মনে করি সত্য আমায় তেমন করেই বাজাচ্ছে। তাঁর হাতের বাঁশি করে।[৩]

১ মার্চ ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগর থেকে লিখিত এ পত্রটি নজরুল আনওয়ার হোসেনকে পাঠিয়েছিলেন। এ চিঠির বক্তব্যে কবি নজরুল ইসলাম বলতে চেয়েছেন তা মোটামুটিভাবে এ রকমই যে, যন্ত্র যেমন যন্ত্রীর হাতে পড়লেই শুধু বেজে ওঠে অন্যথায় যন্ত্র নিথর বোবা। তদ্রুপ বিধাতার লিখনেই যে নজরুল ইসলাম তাঁর সংগীত সৃষ্টির মধ্যদিয়ে জাত-কুল নির্বিশেষে মানবতারই জয়গান করে চলেছেন এখানে সে বিষয়টি স্পষ্ট। তাঁর লেখায় পাওয়া যায়—

> যে নীড়ে জন্মেছে এই পলাতক, সেই নীড়কেই সে অস্বীকার করেছে সর্বপ্রথম উড়তে শিখেই। আকাশ আলো কানন ফুল এমনি সব না চেনা জনেরা হয়ে ওঠে তার অন্তরতম। বিশেষ করে গানের পাখি যাঁরা। তারা চিরকেলে নিরুদ্দেশ দেশের পথিক। কোকিল বাসা বাঁধেনা। বৌ কথা কও-এর বাসার উদ্দেশ্য আজো মিলল না। উহু উহু চোখ গেল, পাখির নীড়ের সন্ধান কেউ পেল না। তদের আসা-যাওয়া একটা রহস্যের মতো। ওরা যেন স্বর্গের পাখি, ওদের যেন পা নেই, ধূলার পৃথিবীতে যেন ওরা বসবে না, ওরা যেন ভেসে আসা গান। তাই ওরা অজানা ব্যথার আনন্দে পাগল হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দেশে-বিদেশে, বসন্ত আসা বনে, ফুল ফোটা কাননে, গন্ধ উদাস চমনে। ...নীড় বাঁধা সামাজিক পাখিগুলি দিতে পারল না আনন্দ। আনতে পারল না স্বর্গের আভাস সুরলোকের গান।

CamScanner